Cosmo School

শ্রেণি - ৮ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ ১৯-০৭-২০২০**

সাফল্যের পথে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো শর্টকাট খোঁজা

সাফল্যের পথে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো শর্টকাট খোঁজা। অর্থাৎ সে চায় অল্প আয়াসে কীভাবে পাওয়া যায়, পরিশ্রম না করে ফোকটে কীভাবে কামানো যায়। ফলে এরা প্রতারক-চালবাজদের কথা দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় যারা মিষ্টিকথার জাল বুনে মানুষের এই লোভাতুর স্বভাবের সুযোগ নেয়। এদের পরিণতি হয় গল্পের সেই রাখালের মতো।

এক পাহাড়ি গ্রাম। সেই গ্রামে এক প্রতারক ঢুকল। সে ছোটখাটো প্রতারণা করছে সফলভাবে। কিন্তু ঐ যে চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন। একদিন প্রতারকের প্রতারণা ফাঁস হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা ধরে ফেলল তাকে। কিন্তু সকাল বেলা কাজে যাওয়ার সময় হওয়ায় তারা ঠিক করল আপাতত জঙ্গলে গাছের সাথে তাকে বেঁধে রাখা হোক। সন্ধ্যার সময় এসে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হবে, যাতে এই আপদ থেকে সবসময়ের জন্যে মুক্ত থাকা যায়। গ্রামবাসীরা প্রতারককে বেঁধে রেখে চলে গেল।

এর মধ্যে এক রাখাল মেষ চরাতে চরাতে ওখানে চলে এল। রাখাল ছিল সহজ-সরল এক যুবক। সে প্রতারককে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার এ অবস্থা কেন? প্রতারক তার কথা শুনেই বুঝল যে, এ লোক এই গ্রামের নয়। সে সাথে সাথে ফন্দি বের করে ফেলল।

সে বলল যে, দেখো, আমার দুঃখের কথা তুমি শুনে কী করবে? আমার অনেক দুঃখ! রাখাল বলল- কী দুঃখ? প্রতারক বলে যে, দেখ, আমি একজন সাধক মানুষ, সাধনা করতে চাই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু আমি পেতে চাই না। আমি ঘর সংসার করতে চাই না। কিন্তু এই গ্রামের লোকজন আমাকেই ধরেছে যে, সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। কারণ, এই গ্রামে সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করার মতো আর কোনো পুরুষ নাই আর তাকে আজকে সন্ধ্যার মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে। নইলে মেয়েটি বাঁচবে না। এখন আমাকে সবাই ধরেছে যে, মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে। সেই সাথে সর্দারের যে সম্পত্তি, তার অর্ধেক আমাকেই নিতে হবে।

এখন বল, আমি একজন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী মানুষ, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝি না আমি। আমাকে এই কাজ করতে হবে! আমার ওপর এই জুলুম! শুনতে শুনতে রাখাল ছেলেটি লোভাতুর হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, আমার সাথে কি বিয়ে দেবে? প্রতারক বলল, ছেলে পেলেই বিয়ে দেবে। কারণ এ গ্রামে আর কোনো ছেলে নেই।

রাখাল তখন বলল যে, তোমার ওপর এই জুলুম দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। তুমি তো সন্ন্যাসী, তোমার বিয়ের দরকার নেই। কিন্তু আমার তো বিয়ের দরকার আছে। এক কাজ করি। তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি। তুমি আমার এ ভেড়াগুলো নিয়ে চলে যাও। আর আমাকে এখানে বেঁধে রাখো যাতে সন্ধ্যার সময় তারা এখানে এসে আমাকে পায়।

প্রতারক বুঝল যে, শিকারি টোপ গিলে ফেলেছে। তবুও মুখ শুকনো করে বলল, তোমাকে আবার এই বিপদের মধ্যে ফেলব! সর্দারের মেয়ে দেখতে কেমন জানি না, মেজাজি কিনা তা-ও জানি না। কিন্তু যুবক তো তখন ভীষণ উত্তেজিত। বলে যে, আমি পুরুষ মানুষ, রাগী হয়েছে তাতে কী? রাগ আমি ঠিক করে ফেলব। বলে সে প্রতারকের বাঁধন খুলে দিল।

প্রতারক তখন রাখালকে আচ্ছামতো বেঁধে ভেড়াগুলো নিয়ে সরে পড়ল। সন্ধ্যার সময় লোকজন মশাল জ্বালিয়ে এসেছে, পাহাড় থেকে প্রতারককে ফেলে দেবে বলে। রাখাল নানানভাবে প্রতিবাদ করতে চাইলেও কেউ তার কথা শুনল না। তারা ভাবল প্রতারক তো কত কথাই বলে!

কিন্তু পরদিন সকালবেলা গ্রামবাসী তো অবাক! প্রতারক ভেড়ার বিশাল পাল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামবাসী বলল, এই তোমাকে না ফেলে দিয়েছিলাম সমুদ্রে! তুমি এখানে এলে কীভাবে?

প্রতারক তখন বলল,আর বলো না! তোমরা আমাকে ফেলেছিলে ঠিকই। কিন্তু এ সমুদ্রে আছে এক জ্বীনের বাদশার রাজত্ব। সে খুব দয়ালু। আমাকে ওখানে ফেলে দেয়ার সাথে সাথে সে আমাকে তুলে নিল। বলল যে, আমাদের এ রাজ্যে কারো মরার নিয়ম নেই। কেউ মরবে না। তুমি যেহেতু এসেই পড়েছ, এ রাজ্যের নিয়ম অনুসারে তোমাকে এই ১০০ ভেড়া দিয়ে দেয়া হলো। আমি ভেড়া নিয়ে চলে এলাম।

এখন গ্রামবাসী জিজ্ঞেস করল- যে পড়বে তাকেই দেবে? বলে যে, হাঁ। ঐ রাজ্যের নিয়মই তাই। ব্যস, গ্রামের পুরুষরা সব বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গবাদি পশু ফেলে পাহাড় থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে লাগল। আর ঐ প্রতারক গ্রামের জায়গা-জমি-সম্পত্তি সবকিছুর মালিক বনে গেল।

সুতরাং শর্টকাট পাওয়ার প্রত্যাশা করবেন না। শর্টকাটে যা পাওয়া যায় তা কখনো নির্ভেজাল হয় না। এমনকি ঘটনাচক্রে আপনি যদি পেয়েও যান আপনি তা ধরে রাখতে পারবেন না।

বিবিসি একবার মিলিয়ন ডলার লটারি জিতেছে এমন বেশ কয়েকজনকে নিয়ে একটা জরিপ করেছিল টাকা পাওয়ার পর তাদের কার অবস্থান কেমন সেটা যাচাইয়ের জন্যে। তারা দেখল, লটারি বিজয়ী অধিকাংশই আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। পুরস্কারের এত বিপুল অর্থও তাদেরকে সাময়িক কিছু বিলাস-ব্যসনের যোগান ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি।

ক) মানুষ খুব দ্রুততা প্রিয়। অর্থাৎ মানুষের খুব তাড়াহুড়া। সবাই খুব সহজে তাড়াতাড়ি অনেক কিছু পেতে চায়। যাকে বলা হয় শর্টকাট রাস্তায় দ্রুত সফল হতে চাওয়া। প্রায় অনেক সময় দেখা যায় যেকোনো শিক্ষার্থী তাদের মূল টার্গেট থাকে কিভাবে কম পরিশ্রমে, কম পড়ে, সংক্ষিপ্ত সাজেশন নিয়ে পরীক্ষায় ভাল করা যায়, এই ভাবনায় মশগুল। আপনি জীবনে সফল হতে চাইবেন, আবার শর্টকাট রাস্তা খুঁজবেন- তাহলে সফলতা কিভাবে ধরা দিবে? সফলতার জন্য পরিশ্রম করুন, সাধনা করুন। কষ্ট করে অর্জিত সাফল্য বেশি আনন্দ দিবে, প্রেরণা দিবে এবং মহৎ করবে। জীবনে টেকসই উন্নয়ন ও সাফল্যের জন্য পরিশ্রমের বিকল্প নাই।

নিজ নিজ কর্তব্য পালন করুন। দেখবেন আপনার সাফল্যের সাথে পুরো জাতির সাফল্য বয়ে আসছে। জীবনে যারা সফল হয়েছেন তাদের জীবনী পাঠ করলে যে শিক্ষা পাওয়া যাবে তা হলো 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।' আর এ পরিশ্রমের অভ্যাস ছোটবেলা থেকে চর্চা করতে হবে। আপনি জানেন যে, যে জাতি যত পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। বাঙালী জাতির দুর্দশার কারণ কিন্তু অলসতা। তবে আমাদের মধ্যে যারা পরিশ্রম করেছেন, সময়ের মূল্য বুঝতে পেরেছেন তারা আজ আদর্শ ও অনুকরণীয়। তাই আপনার দায়িত্ব- কর্তব্য আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করুন, সাফল্য ধরা দিবেই। আপনি হয়ে উঠবেন বরণীয়, স্মরণীয় ।

প্রশ্নঃ একজন শিক্ষার্থীর সফল হওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরণের মানসিকতা লালন করা প্রয়োজন ? সফল মানুষদের জীবনে কাজে লেগে থাকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

খ) মনে রাখা প্রয়োজন, সাফল্য কিন্তু সুখ বা আনন্দের চাবিকাঠি নয়, তবে সুখ বা আনন্দ সাফল্যের অন্যতম উপাদান। সুতরাং যে কাজ আপনি ভালোবাসেন সেটাতে লেগে থাকুন। সাফল্য আপনার ভালোবাসার পথ ধরে আসবেই। লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে যে সফলতার কথা বলা হচ্ছে, সেটা জীবনখেলার একটা অংশমাত্র। এ খেলায় সব সময় আপনার পায়ে বল থাকবে বা আপনি সামনে যেতে থাকবেন, তা না–ও হতে পারে। খেলায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেমন মাঝে মাঝে ব্যাকফুটে যেতে হয়, মাঝে মাঝে অন্যের পায়ে বল দিয়ে দিতে হয়, এখানেও তাই। সুতরাং অভীষ্ট লক্ষ্যে যেতে মাঝে মাঝে প্রয়োজনে ব্যাকফুটে যান। অন্যকে সুযোগ করে দিন। প্রয়োজনে সাময়িকভাবে বিরতি নিন। পর্যবেক্ষণ করুন, স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল পরিবর্তন করুন।

প্রশ্নঃ লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে যে সফলতার কথা বলা হচ্ছে, সেটা জীবনখেলার একটা অংশমাত্র। লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্ট্র্যাটেজি বা কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।

গ) আপনার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাওয়ার পথ সব সময় আপনার অনুকূলে থাকবে না। মাঝে মাঝে আপনি হোঁচট খাবেন অথবা পড়ে যাবেন বা ব্যর্থ হবেন। কোনো বিষয়ে সফলতার স্বাদ পেতে হলে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও লেগে থাকুন। এই লেগে থাকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছোট-বড় নানা রকম ব্যর্থতা, মানুষের ভুলত্রুটি, নিরুৎসাহ ইত্যাদি নানা কিছু। এসব বাধাকে স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়ে যে যত ক্রমাগত নিজের কাজ করে যাবে, কঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে সে তত দ্রুত এগিয়ে যাবে। ব্যর্থতা নিয়ে মুষড়ে পড়ে থাকা বা এ নিয়ে মন ছোট করে থাকা মানে আপনার সাফল্যের পথে অযথা সময়ক্ষেপণ করা।

প্রশ্নঃ অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থতা নিয়ে মুষড়ে পড়ে থাকে বা এ নিয়ে মন ছোট করে থাকে। কিন্তু এর মানে সাফল্যের পথে অযথা সময়ক্ষেপণ করা। সময়ক্ষেপণ না করে আমাদের কোন বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে পয়েন্ট আকারে লিখ।

****আগামী (২৫-০৭-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে****

Subject Teacher :Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com